

শ্রীমদ্ভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ

“স্থানম্”

(সৃষ্টির স্থিতি)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি

SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী



ভক্তিবাদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীময়্যাপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS MAYAPUR

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতৎপুরা পৃষ্ঠো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল ।

ক্ষত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্তা স্বগৃহম্‌ক্ষিমৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; এতৎ—এই; পুরা—পূর্বে; পৃষ্ঠঃ—জিহ্বাসিত হয়ে; মৈত্রেয়ঃ—মহাঋষি মৈত্রেয়; ভগবান্—কৃপামূর্তি; কিল—নিশ্চিতভাবে; ক্ষত্রা—বিদুর কর্তৃক; বনম্—বনে; প্রবিষ্টেন—প্রবেশ করে; ত্যক্তা—পরিত্যাগ করে; স্ব-গৃহম্—নিজ গৃহ; ঋক্ষিমৎ—সমৃদ্ধিশালী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহান ভগবন্তু বিদুর তাঁর সমৃদ্ধিশালী গৃহ ত্যাগপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

যদ্বা অয়ং মন্তকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ ।

পৌরবেদ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥ ২ ॥

যৎ—গৃহ; বৈ—আর কি বলার আছে; অয়ম্—শ্রীকৃষ্ণ; মন্ত-কৃৎ—মন্ত্রী; বঃ—আপনারা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অখিল-ঈশ্বরঃ—সব কিছুর প্রভু; পৌরবেদ্র—দুর্যোধন; গৃহম্—গৃহ; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; প্রবিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; আত্মসাৎ—নিজের মতো; কৃতম্—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের গৃহের কথা আর কি বলার আছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের গৃহকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন, এবং তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব দর্শন অনুসারে, যা কিছু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করে, তাও শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, শ্রীবৃন্দাবন ধাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন (তদ্ধাম বৃন্দাবনম্) কেননা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অপ্রাকৃত আনন্দ আশ্বাদন করেন। তেমনই, পাণ্ডবদের গৃহ ভগবানের অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস ছিল। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁদের গৃহকে তাঁর নিজের মতো বলে মনে করতেন। এইভাবে, পাণ্ডবদের গৃহ বৃন্দাবনেরই মতো, এবং বিদুরের সেই অপ্রাকৃত আনন্দময় স্থান পরিত্যাগ করা উচিত ছিল না। তাই পারিবারিক বিবাদই তাঁর গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ ছিল না; পক্ষান্তরে, বিদুর মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিব্যজ্ঞান আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিদুরের মতো একজন মহাত্মার কাছে কোন রকম বৈষয়িক অশান্তি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এই প্রকার অশান্তি কিন্তু কখনও কখনও পারমার্থিক উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল হয়, এবং তাই, বিদুর মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পারিবারিক অশান্তির সুযোগ নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

রাজোবাচ

কুত্র ক্ষত্বুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ ।

কদা বা সহ সংবাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন; কুত্র—কোথায়; ক্ষত্বুঃ—বিদুরের সঙ্গে; ভগবতা—ভাগবতের; মৈত্রেয়েণ—মৈত্রেয়ের সঙ্গে; আস—হয়েছিল; সঙ্গমঃ—সাক্ষাৎ; কদা—কখন; বা—ও; সহ—সঙ্গে; সংবাদঃ—আলোচনা; এতৎ—এই; বর্ণয়—বর্ণনা করে; নঃ—আমাদের কাছে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল? হে প্রভু, দয়া করে আপনি তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন, তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়েছিলেন। দুজন মহাত্মার মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল, তা জানবার জন্য মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

ন হ্যল্লার্থোদয়ন্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ ।

তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ ॥ ৪ ॥

ন—কখনই না; হি—নিশ্চয়; অল্ল-অর্থ—অল্ল (নগণ্য) উদ্দেশ্য; উদয়ঃ—উন্নত; তস্য—তাঁর; বিদুরস্য—বিদুরের; অমল-আত্মনঃ—সাধু ব্যক্তির; তস্মিন্—তাঁকে; বরীয়সি—মহান উদ্দেশ্য সমন্বিত; প্রশ্নঃ—প্রশ্ন; সাধু-বাদ—সাধু ও মহাত্মাগণ কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়; উপবৃংহিতঃ—পূর্ণ।

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়ের কাছে তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোচ্চ স্তরের, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের মূল্য বিভিন্ন প্রকার। ব্যবসাদারদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত যে আলোচনা তা স্বভাবতই উচ্চতর পারমার্থিক উদ্দেশ্য সমন্বিত হবে বলে আশা করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের মান অনুমান করা যায় সেই ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুসারে। ভগবদ্গীতা

হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে আলোচনা—পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তের মধ্যে আলোচনা। ভগবান নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অর্জুন হচ্ছেন তাঁর ভক্ত ও সখা (ভগবদ্গীতা ৪/৩), এবং তাই যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুমান করতে পারেন যে, সেই আলোচনার বিষয় ছিল ভক্তিয়োগ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভগবদ্গীতা হচ্ছে ভক্তিয়োগ ভিত্তিক। কর্ম ও কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্ম হচ্ছে ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠানকারীর নিয়ন্ত্রিত কর্ম, কিন্তু কর্মযোগ হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ভক্তের কার্যকলাপ। কর্মযোগের ভিত্তি হচ্ছে ভক্তি, বা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান, কিন্তু কর্মের ভিত্তি হচ্ছে অনুষ্ঠানকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধন। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যখন যথার্থ উন্নত পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, তখন তাকে একজন সদগুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। সাধারণ মানুষ, যার পারমার্থিক বিষয়ে কোন রকম আগ্রহ নেই, তার লোক-দেখানো গুরু গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

একজন শিষ্যরূপে, পরীক্ষিৎ মহারাজ ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান জানবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ছিলেন, আর শুকদেব গোস্বামী ছিলেন তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু। তাঁরা উভয়েই জানতেন যে, বিদুর ও মৈত্রেয় ঋষির মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত উন্নত, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন সদগুরুর কাছে থেকে সেই বিষয়ে জানবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

সূত উবাচ

স এবমৃষিবর্যোহয়ং পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা ।

প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎপ্রীতাত্মা শ্রুয়তামিতি ॥ ৫ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; সঃ—তিনি; এবম্—এইভাবে; ঋষিবর্যঃ—মহান ঋষি; অয়ম্—শুকদেব গোস্বামী; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; রাজ্ঞা—রাজা কর্তৃক; পরীক্ষিতা—মহারাজ পরীক্ষিৎ; প্রতি—প্রতি; আহ—উত্তর দিয়েছিলেন; তম্—রাজাকে; সু-বহু-বিৎ—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; প্রীত-আত্মা—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়ে; শ্রুয়তাম্—দয়া করে আমার কাছে শ্রবণ করুন; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে

জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, “অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে শ্রবণ করুন।”

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্

পুষ্পধর্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ ।

ভ্রাতৃযবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধুন্

প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; যদা—যখন; তু—কিন্তু; রাজা—রাজা ধৃতরাষ্ট্র; স্ব-সুতান্—তাঁর নিজের পুত্রদের; অসাধূন্—অসাধু; পুষ্প—পুষ্টিসাধন; ন—কখনই না; ধর্মেণ—সৎপথে; বিনষ্ট-দৃষ্টিঃ—যে তার অন্তর্দৃষ্টি হারিয়েছে; ভ্রাতৃঃ—তার ভায়ের; যবিষ্ঠস্য—ছোট; সুতান্—পুত্রগণ; বিবন্ধুন্—অভিভাবক (পিতা) হীন; প্রবেশ্য—প্রবেশ করিয়ে; লাক্ষা—গালা; ভবনে—গৃহে; দদাহ—আগুন লাগিয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রদের পাপবাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতৃপুত্র পাণ্ডবদের জড়গৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্র ছিল জন্মান্ধ, কিন্তু তার অসৎ পুত্রদের সমর্থন করার যে ধর্মবিষয়ক অন্ধতা তা তার জড় চক্ষুর অন্ধতা থেকে আরও বড় অন্ধতা। দেহের অন্ধতা মানুষের পারমার্থিক উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ হয়, তখন দৈহিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সেই অন্ধতা মানবজীবনের প্রকৃত প্রগতিসাধনের পথে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

শ্লোক ৭

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ

কেশাভিমর্শং সুতকর্ম গর্হ্যম্ ।

ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুযায়াঃ

স্বাশ্রৈহরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি ॥ ৭ ॥

যদা—যখন; সভায়াং—সভা; কুরু-দেব-দেব্যাঃ—দ্রৌপদী, দেবতুল্য যুধিষ্ঠিরের পত্নী; কেশ-অভিমর্শম্—কেশাকর্ষণের দ্বারা অপমান করায়; সুত-কর্ম—তার পুত্রের কর্ম; গর্হ্যম্—নিন্দনীয়; ন—করেনি; বারয়াম্ আস—নিষেধ; নৃপঃ—রাজা; স্নুযায়াঃ—তার ভ্রাতৃপুত্রদের বধু; স্বাশ্রৈঃ—তার অশ্রুর দ্বারা; হরন্ত্যাঃ—ধৌত হয়েছিল; কুচ-কুঙ্কুমানি—তার স্তনের কুমকুম।

অনুবাদ

দেবতুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষীর কেশাকর্ষণ করার নিন্দনীয় কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুমকুম বিধৌত করেছিল।

শ্লোক ৮

দ্যুতে ত্বধর্মেন জিতস্য সাধোঃ

সত্যাবলম্বস্য বনং গতস্য ।

ন যাচতোহদাৎসময়েন দায়ং

তমোজুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥

দ্যুতে—দ্যুতক্রীড়ায়; তু—কিন্তু; অধর্মেন—কপট আচরণের দ্বারা; জিতস্য—পরাজিতের; সাধোঃ—সাধু ব্যক্তি; সত্য-অবলম্বস্য—যিনি সত্যকে তাঁর আশ্রয়রূপে অবলম্বন করেছেন; বনম্—বনে; গতস্য—গমনকারীর; ন—কখনই না; যাচতঃ—যখন প্রার্থনা করেছিলেন; অদাৎ—প্রদান করেছিল; সময়েন—যথাসময়ে; দায়ম্—ন্যায্য ভাগ; তমঃ-জুষাণঃ—মোহাচ্ছন্ন; যৎ—যতখানি; অজাত-শত্রোঃ—যাঁর কোন শত্রু নেই।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট দ্যুতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে বন থেকে ফিরে এসে তিনি যখন তাঁর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অংশভাগ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন তাঁর পিতার রাজ্যের ন্যায় উত্তরাধিকারী। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনাদি তার স্বীয় পুত্রদের পক্ষপাতিত্ব করে তার ভ্রাতৃপুত্রদের ন্যায় রাজ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানারকম অসৎ উপায় অবলম্বন করেছিল। অবশেষে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাইয়ের জন্য কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, কিন্তু তাও তারা তাঁদের দিতে অস্বীকার করে। তার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। তাই এই যুদ্ধ কৌরব কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল, পাণ্ডব কর্তৃক নয়।

ক্ষত্রিয়রূপে পাণ্ডবদের একমাত্র বৃত্তি ছিল রাজ্যশাসন, অন্য আর কোন বৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কখনও তাদের জীবনধারণের জন্য কোন অবস্থাতেই কারোর চাকরি গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ৯

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াম্

জগদ্গুরুর্য়ানি জগাদ কৃষ্ণঃ ।

ন তানি পুংসামমৃতায়নানি

রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥

যদা—যখন; চ—ও; পার্থ-প্রহিতঃ—অর্জুন কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে; সভায়াম্—সভায়; জগৎ-গুরুঃ—সারা জগতের গুরু; যানি—যাঁরা; জগাদ—গিয়েছিলেন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ন—কখনই না; তানি—সেই প্রকার বাক্য; পুংসাম্—বিচক্ষণ ব্যক্তিদের; অমৃত-অয়নানি—অমৃতসদৃশ; রাজা—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন); উরু—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; মেনে—বিবেচনা করেছিলেন; ক্ষত—নষ্ট; পুণ্য-লেশঃ—পুণ্যলেশমাত্র।

অনুবাদ

অর্জুন কর্তৃক জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং যদিও তাঁর বাণী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন) শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বহুমানন করেনি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সারা জগতের গুরু, তিনি অর্জুন কর্তৃক দূতকার্যে নিযুক্ত হয়ে, কলহের মীমাংসা করে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই প্রভু, তবুও অর্জুনের অপ্রাকৃত বন্ধু হওয়ার ফলে তিনি সানন্দেই তাঁর দূত হয়েছিলেন, ঠিক একজন সাধারণ বন্ধুর মতো। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের এটিই হচ্ছে মাদুর্য। তিনি সভায় গিয়ে শান্তির বাণী বলেছিলেন, এবং তাঁর সেই বাণী ভীষ্ম আদি মহান নেতারা আশ্বাদন করেছিলেন, কেননা তা ছিল স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। কিন্তু দুর্যোধন অথবা তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বকৃত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে, তারা শ্রীকৃষ্ণের সেই বার্তার বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। পুণ্যহীন ব্যক্তিদের আচরণই এই রকম। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে কেউ একটি দেশের রাজা হতে পারে, কিন্তু দুর্যোধন ও তার অনুগামীদের পুণ্যফল বিনষ্ট হওয়ার ফলে, তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, পাণ্ডবদের কাছে তারা অবশ্যই তাদের রাজ্য হারাবে। ভগবানের বাণী সর্বদাই তাঁর ভক্তদের কাছে অমৃতের মতো, কিন্তু অভক্তদের কাছে তা ঠিক বিপরীত। সুস্থ মানুষের কাছে মিছরি মিষ্টি, কিন্তু যারা পাণ্ডুরোগে ভুগছে তাদের কাছে তা অভ্যস্ত তিক্ত।

শ্লোক ১০

যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো

মন্ত্রায় পৃষ্ঠঃ কিল পূর্বজেন ।

অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্

যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; উপহূতঃ—আমন্ত্রিত; ভবনম্—প্রাসাদ; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; মন্ত্রায়—মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য; পৃষ্ঠঃ—জিজ্ঞাসিত হন; কিল—অবশ্যই; পূর্বজেন—জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা কর্তৃক; অথ—এইভাবে; আহ—বলেছিলেন; তৎ—তা; মন্ত্র—উপদেশ; দৃশাম্—উপযুক্ত; বরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ; যৎ—যা; মন্ত্ৰিণঃ—মন্ত্রীগণ, অথবা সুদক্ষ রাজনীতিবিদগণ; বৈদুরিকম্—বিদুরের উপদেশ; বদন্তি—তঁারা বলেন।

অনুবাদ

বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদরা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।

তাৎপর্য

বিদুরের রাজনৈতিক উপদেশসমূহ অত্যন্ত সুদক্ষ বলে বিখ্যাত, ঠিক যেমন আধুনিক যুগে চাণক্যের রাজনৈতিক এবং নৈতিক উপদেশসমূহ প্রামাণিক বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ১১

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং

তিতিক্ষতো দুর্বিষহং তবাগঃ ।

সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ

শ্বসন্ রুশা যত্নমলং বিভেষি ॥ ১১ ॥

অজাত-শত্রোঃ—যুধিষ্ঠিরের, যাঁর কোন শত্রু ছিল না; প্রতিযচ্ছ—প্রত্যর্পণ; দায়ম্—ন্যায়সঙ্গত দাবি; তিতিক্ষতঃ—যিনি অত্যন্ত সহনশীল; দুর্বিষহম্—অসহ্য; তব—আপনার; আগঃ—অপরাধ; সহ—সঙ্গে; অনুজঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; যত্র—যেখানে; বৃকোদর—ভীম; অহিঃ—প্রতিশোধপরায়ণ সর্প; শ্বসন্—দীর্ঘনিঃশ্বাস; রুশা—ক্রোধে; যৎ—যাকে; ত্বম্—আপনি; অলম্—অত্যন্ত; বিভেষি—ভয় করে।

অনুবাদ

(বিদুর বলেছিলেন—) আপনার অন্যায়ের ফলে দুর্বিষহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করছে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য রাজ্যভাগ আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। অবশ্যই আপনি তার ভয়ে ভীত।

শ্লোক ১২

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্মুকুন্দো

গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ ।

আস্তে স্বপূর্য্যং যদুদেবদেবো

বিনির্জিতাশেষনুদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥

পার্থান্—পৃথার (কুন্তীর) পুত্রগণ; তু—কিন্তু; দেবঃ—প্রভু; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মুক্তি দান করেন; গৃহীতবান্—গ্রহণ করেছেন; স—সহ; ক্ষিতি-দেব-দেবঃ—ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণ; আস্তে—উপস্থিত; স্ব-পূর্য্যাম্—তঁার পরিবারসহ; যদু-দেব-দেবঃ—যদুরাজবংশ কর্তৃক পূজিত; বিনির্জিত—যিনি জয় করেছেন; অশেষ—অন্তহীন; নুদেব—রাজাগণ; দেবঃ—প্রভু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথার পুত্রদের তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণসহ বিরাজ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু।

তাৎপর্য

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথার পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপনের অত্যন্ত সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদের মামাতো ভাইরূপে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের নিয়ন্তা দেবতাদের দ্বারা পূজিত। আর তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারবর্গ যদুরাজবংশ ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বিজেতা।

ক্ষত্রিয়রা বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মীয়স্বজনসহ তাদের পরাজিত করে তাদের সুন্দরী রাজকন্যাদের অপহরণ করতেন। এই প্রথা অনুমোদিত ছিল কেননা বিজয়ী ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের ভিত্তিতেই কেবল তাদের সঙ্গে রাজকন্যাদের বিবাহ হত। যদুবংশের সমস্ত রাজপুত্ররা এইভাবে বীরত্বপূর্ণ শক্তির দ্বারা অন্যান্য রাজাদের কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বিজেতা ছিলেন। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন

যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর বাল্যকালেই কংস ও জরাসন্ধের মতো অসুরদের এবং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মতো দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন, তিনি তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি পাণ্ডবদের পিছনে রয়েছে।

শ্লোক ১৩

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিডাস্তে

গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা ।

পুষ্যসি কৃষ্ণদ্বিমুখো গতশ্চী-

ন্ত্যজাশ্চশৈবং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; এষঃ—এই; দোষঃ—মূর্তিমান অপরাধ; পুরুষ-দ্বিৎ—কৃষ্ণদেবী; আস্তে—বর্তমান; গৃহান্—গৃহস্থালী; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; যম্—যাকে; অপত্য-মত্যা—আপনার পুত্র বলে মনে করছেন; পুষ্যসি—পালন করছেন; কৃষ্ণৎ—কৃষ্ণ থেকে; বিমুখঃ—বিরোধী; গত-শ্চীঃ—শ্রীহীন; ত্যজ—পরিত্যাগ করুন; আশু—যত শীঘ্রই সম্ভব; অশৈবম্—অশুভ; কুল—কুল; কৌশলায়—জন্য।

অনুবাদ

আপনি মূর্তিমান পাপস্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্ররূপে পালন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণদেবী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণদেবীকে পালন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্মীছাড়াকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল সাধন করুন।

তাৎপর্য

সৎপুত্রকে বলা হয় অপত্য, অর্থাৎ যে তার পিতাকে পতন থেকে রক্ষা করে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার আত্মাকে রক্ষা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে। এই প্রথা এখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে যজ্ঞ নিবেদন করার মাধ্যমে পিতার আত্মাকে পাপমুক্ত করেন, যদি পিতা পতিত হয়। কিন্তু পুত্র যদি বিষ্ণুদেবী হয়, তাহলে সে কিভাবে বিষ্ণুর পাদপদ্মে নৈবেদ্য নিবেদন করবে? শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু আর দুর্যোধন ছিল তাঁর প্রতি

বিদ্বেষপরায়ণ। তাই সে তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে তার মৃত্যুর পর রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। বিষ্ণুর প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়ার ফলে সে নিজেও অধঃপতিত হবে। তাহলে কিভাবে সে তার পিতাকে রক্ষা করবে? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর বংশের মঙ্গল দেখতে চান, তাহলে তিনি যেন যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর অযোগ্যপুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন।

চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে, “যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন?” পুত্র যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়, তাহলে সে অন্ধচক্ষুর মতো ক্রেশের কারণমাত্র। চিকিৎসক কখনও কখনও উপদেশ দেন, নিরন্তর ক্রেশ উপশমের জন্য সেই চক্ষুকে উৎপাটন করতে। দুর্যোধন ছিল ঠিক একটি অন্ধ ক্রেশদায়ক চক্ষুর মতো; বিদুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবারের এক ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ হবে। তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে ত্যাগ করতে। তাকে পিতার উদ্ধারে সক্ষম একটি সৎপুত্র বলে মনে করে, ধৃতরাষ্ট্র সেই মূর্তিমান পাপকে অন্যায়ভাবে পালন করছিল।

শ্লোক ১৪

ইত্যাচিবাংস্তত্র সুযোধনেন

প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ ।

অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ

ক্ষত্ৰা সকর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; উচিবান্—বলার সময়; তত্র—সেখানে; সুযোধনেন—দুর্যোধন দ্বারা; প্রবৃদ্ধ—স্বীত; কোপ—ক্রোধ; স্ফুরিত—কম্পিত; অধরেণ—ওষ্ঠ; অসৎকৃতঃ—অপমান করেছিল; সৎ—শ্রদ্ধেয়; স্পৃহণীয়শীলঃ—বাহিত গুণাবলী; ক্ষত্ৰা—বিদুর; স—সহ; কর্ণ—কর্ণ; অনুজ—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; সৌবলেন—শকুনিসহ।

অনুবাদ

যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ বহুমানন করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন দুর্যোধন ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে কম্পিত অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্যোধন তখন কর্ণ, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুনিসহ পরিবৃত ছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, মূর্খকে সদুপদেশ দিলে মূর্খ ক্ষুব্ধ হয়, ঠিক যেমন সাপকে দুধ খাওয়ালে তার বিষই কেবল বৃদ্ধি হয়। মহাত্মা বিদুর এতই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যে, সমস্ত শ্রদ্ধার্থ ব্যক্তিরাই তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করতেন। কিন্তু দুর্যোধন এতই মূর্খ ছিল যে, সে বিদুরকে অপমান করার সাহস করেছিল। তার কারণ ছিল তার মামা শকুনি এবং তার বন্ধু কর্ণের অসৎ সঙ্গ, যারা সর্বদাই দুর্যোধনকে অন্যায় কর্মে অনুপ্রাণিত করত।

শ্লোক ১৫

ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং

দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ ।

তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে

নির্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বাসানঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ—কে; এনম্—এই; অত্র—এখানে; উপজুহাব—ডেকে এনেছে; জিহ্মম্—কুটিল; দাস্যাঃ—দাসীর; সুতম্—পুত্র; যৎ—যার; বলিনা—অগ্নের দ্বারা; এব—নিশ্চয়ই; পুষ্টঃ—বর্ধিত হয়েছে; তস্মিন্—তাকে; প্রতীপঃ—শত্রুতা; পরকৃত্য—শত্রুর স্বার্থে; আস্তে—অবস্থিত; নির্বাস্যতাম্—নির্বাসিত কর; আশু—এখনি; পুরাৎ—প্রাসাদ থেকে; শ্বাসানঃ—কেবলমাত্র শ্বাস গ্রহণ করার জন্য।

অনুবাদ

এই দাসীপুত্রকে এখানে কে ডেকে এনেছে? এ এতই কুটিল যে, যাদের অগ্নে পুষ্ট হয়েছে, তাদেরই বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক, এবং কেবল তার শ্বাসমাত্র যেন সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজারা যখন কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করতেন, তখন সেই রাজকন্যার সঙ্গে বহু যুবতী কন্যাকে গৃহে নিয়ে আসতেন। এই সমস্ত পরিচারিকাদের বলা হত দাসী। রাজার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সঙ্গের ফলে, এই দাসীদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হত। এই সন্তানদের বলা হত দাসীপুত্র। তাদের রাজসিংহাসনের উপর কোন

দাবি থাকত না, তবে তারা রাজপুত্রদেরই মতো প্রতিপালিত হয়ে বৃত্তিলাভ করত এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা পেত। বিদুর ছিলেন সেই রকমই একজন দাসীর পুত্র, এবং তাই তাঁকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গণনা করা হত না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাই এই দাসীপুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিল, এবং বিদুর ছিলেন তার বন্ধু ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা। দুর্যোধন ভালভাবেই জানত যে, বিদুর ছিলেন একজন মহাত্মা এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার নির্দোষ পিতৃব্যের প্রতি সে কঠোর বাক্য ব্যবহার করেছিল। দুর্যোধন কেবল বিদুরের জন্মসূত্রকেই অপমান করেনি, অধিকন্তু সে তাঁকে তার শত্রু যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতিত্ব করছে বলে তাকে অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়েছিল। সে চেয়েছিল যেন বিদুরকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে বার করে দেওয়া হয়। যদি সম্ভব হত তাহলে সে তাঁকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করত যেন শুধুমাত্র শ্বাসগ্রহণ ছাড়া তাঁর আর কোন ক্ষমতাই না থাকে। সে অভিযোগ করেছিল যে, বিদুর হচ্ছেন পাণ্ডবদের গুপ্তচর কেননা তিনি তাঁদের অনুকূলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাসাদজীবন ও রাজনীতির জটিলতা এমনই যে, বিদুরের মতো একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিও অত্যন্ত জঘন্য অপবাদে অভিযুক্ত হন এবং দণ্ডিত হন। বিদুর তাঁর ভ্রাতৃপুত্র দুর্যোধনের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং কোন কিছু ঘটান পূর্বেই তিনি স্থির করেছিলেন চিরকালের জন্য সেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করবেন।

শ্লোক ১৬

স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং

ভ্রাতুঃ পুরো মর্মসু তাড়িতোহপি ।

স ইথমতুল্লুণকর্ণবাণৈ-

গতব্যথোহয়াদুরু মানয়ানঃ ॥ ১৬ ॥

স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; ধনুঃ দ্বারি—দরজার উপর ধনুক; নিধায়—রেখে; মায়াম্—বহিরঙ্গা প্রকৃতি; ভ্রাতুঃ—ভ্রাতার; পুরঃ—প্রাসাদ থেকে; মর্মসু—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; তাড়িতঃ—আহত হয়ে; অপি—সত্ত্বেও; সঃ—তিনি (বিদুর); ইথম্—এইভাবে; অতি-উল্লুণ—কঠোরভাবে; কর্ণ—কান; বাণৈঃ—বাণের দ্বারা; গত-ব্যথঃ—ব্যথিত না হয়ে; অয়াং—নির্গত হয়েছিলেন; উরু—মহৎ; মানয়ানঃ—এইভাবে মনে করে।

অনুবাদ

এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মান্বিত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়া খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট কোন অপ্ৰীতিকর অবস্থাতে বিচলিত হন না। ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদ্ধ জীব সংসার জীবনে মগ্ন হয়, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে মনে করে যে, সে নিজেই সব কিছু করছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে মায়া নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়মের অধীন। কিন্তু, মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে কেবল সে মনে করে সব কিছু করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। বহিরঙ্গা প্রকৃতির এই প্রভাবের বশবর্তী হয়ে দুর্যোধন আচরণ করছিল, যার ফলে চরমে তার বিনাশ অবশ্যস্বাবী ছিল। সে বিদুরের সদুপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি, পক্ষান্তরে সে তাদের সমগ্র পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী সেই মহাত্মাকে অপমান করেছিল। বিদুর তা বুঝতে পেরেছিলেন কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। দুর্যোধন কর্তৃক কঠোরভাবে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও বিদুর দেখতে পাচ্ছিলেন যে, বহিরঙ্গা মায়া প্রভাবে দুর্যোধন তার নিজের বিনাশের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, মায়া প্রভাবই চরম, যদিও তিনি দেখেছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি কিভাবে তাঁকে সেই পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছিলেন। ভক্ত সর্বদাই তাগের মনোভাব সমন্বিত, কেননা জড় জগতের আকর্ষণ কখনই তাঁকে তৃপ্তিদান করতে পারে না। বিদুর কখনই তাঁর ভ্রাতার রাজপ্রাসাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন দুর্যোধনের কৃপায় সেই সুযোগ লাভ করার ফলে, তিনি তার কঠোর নিন্দাবাক্যে ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, কেননা তার ফলে তিনি একাকী তীর্থে বাস করে পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে গতব্যর্থঃ (ব্যথিত না হয়ে) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

বেননা জড় জগতে জড়জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষকে সাধারণত যে সমস্যাগুলিতে জর্জরিত হতে হয়, বিদুর সেই ক্লেশসমূহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, ধনুকের দ্বারা তাঁর ভাইকে রক্ষা করার আর কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা তাঁর ভাইয়ের বিনাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এইভাবে দুর্যোধন কিছু করার আগেই তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। ভগবানের শক্তি মায়া এখানে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়ভাবেই কার্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো

গজাহুয়াতীর্থপদঃ পদানি ।

অশ্বাক্রমৎপুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্যাং

অধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্তিঃ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি (বিদুর); নির্গতঃ—নির্গত হয়ে; কৌরব—কুরুবংশ; পুণ্য—পুণ্য; লব্ধঃ—লাভ করে; গজ-আহুয়াৎ—হস্তিনাপুর থেকে; তীর্থ-পদঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; পদানি—তীর্থসমূহ; অশ্বাক্রমৎ—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; পুণ্য—পুণ্য; চিকীর্ষয়া—বাসনা করে; উর্ব্যাম্—উচ্চ স্তরের; অধিষ্ঠিতঃ—অধিষ্ঠিত হয়ে; যানি—সেই সমস্ত; সহস্র—হাজার হাজার; মূর্তিঃ—রূপসমূহ।

অনুবাদ

বিদুর তাঁর পুণ্যফলের প্রভাবে কৌরবদের পুণ্যার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে বিদুর ছিলেন অতি উন্নত স্তরের পুণ্যাত্মা, তা না হলে তিনি কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করতেন না। উচ্চকূলে জন্ম, ধন, বিদ্যা ও দেহের সৌন্দর্য সবই পূর্বকৃত পুণ্যের ফল। কিন্তু এই সমস্ত পুণ্য ভগবানের কৃপালাভ করে তাঁর অপ্ৰাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিদুর নিজেকে

যথেষ্ট পুণ্যবান নন বলে বিবেচনা করে ভগবানের নিকটবর্তী হওয়ার মহাপুণ্য অর্জন করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানগুলি পর্যটন করতে মনস্থ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিদুর তৎক্ষণাৎ সরাসরিভাবে তাঁর কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি কেননা যথেষ্টভাবে পাপমুক্ত হতে পারেননি বলে তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত না হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। বিদুর জানতেন যে, কূটনীতিপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের সঙ্গ করার ফলে তিনি তাঁর পুণ্যফল হারিয়েছেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সাহচর্য লাভ করার উপযুক্ত ছিলেন না। ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) নিম্নলিখিত শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেষাং ত্রুস্তগাতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দম্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

যারা কংস ও জরাসন্ধের মতো পাপী অসুর, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করতে পারে না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ধর্মের অনুশাসন পালন করেন, তাঁরাই কেবল কর্মযোগ ও তারপর জ্ঞানযোগের পন্থায় যুক্ত হতে পারেন, এবং তারপর বিশুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ চেতনা উপলব্ধি করতে পারেন। যখন ভগবৎ চেতনার বিকাশ হয়, তখন মানুষ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার সুযোগ নিতে পারে। সান্ন্যহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ—এই জীবনেই ভগবানের সঙ্গলাভ করা যায়।

তীর্থস্থানগুলি তীর্থযাত্রীদের পাপমুক্ত করার জন্য, এবং এই সমস্ত তীর্থস্থানগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সকলকে ভগবৎ উপলব্ধির শুদ্ধ চেতনার দ্বারে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দান করার জন্য। কিন্তু, কেবলমাত্র তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করে এবং কতর্ব্যকর্ম সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সেখানে ভগবানের সেবায় যুক্ত যে সমস্ত মহাত্মারা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহী হওয়া। প্রতিটি তীর্থস্থানে ভগবান তাঁর বিবিধ চিন্ময় বিগ্রহরূপে বিরাজমান।

এই বিগ্রহসমূহকে বলা হয় অর্চামূর্তি, বা ভগবানের শ্রীমূর্তি যা সাধারণ মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। ভগবান আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। আমাদের জড় চক্ষু দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না, তেমনই আমাদের কর্ণ দিয়ে তাঁকে শ্রবণ করা যায় না। আমরা যে অনুপাতে ভগবানের সেবায় প্রবেশ করি অথবা যে অনুপাতে আমাদের জীবন পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই অনুপাতে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যদিও আমরা পাপমুক্ত হইনি, তবুও

ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি মন্দিরে তাঁর অর্চামূর্তিরূপে তাঁকে দর্শন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তাঁর অর্চামূর্তিরূপে তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব মূর্খের মতো মন্দিরে ভগবানের অর্চাবিগ্রহকে প্রতিমা বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার অর্চামূর্তি প্রতিমানন, তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, এবং যে অনুপাতে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়, সেই অনুপাতে তিনি অর্চামূর্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ সর্বদাই প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র তীর্থস্থান রয়েছে, এবং ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণ মানুষ সারা বছর জুড়ে সমস্ত ঋতুতে এই সকল তীর্থস্থানগুলিতে যান। বিভিন্ন তীর্থে ভগবানের যে সমস্ত অর্চামূর্তিগুলি রয়েছে তার উল্লেখ এখানে করা হল : ভগবান মথুরায় (শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে) রয়েছেন আদিকেশবরূপে; পুরীতে তিনি শ্রীজগন্নাথরূপে (বা পুরুষোত্তমরূপে) বিরাজমান; তিনি এলাহাবাদে (প্রয়াগে) বিন্দুমাধবরূপে বিরাজমান; মন্দর পর্বতে তিনি মধুসূদনরূপে বিরাজ করছেন। আনন্দারণ্যে তিনি বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দনরূপে বিরাজমান; বিষ্ণুকাঞ্চীতে তিনি বিষ্ণুরূপে; এবং মায়াপুরে তিনি হরিরূপে বিরাজমান। সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের এই রকম লক্ষ কোটি অর্চাবিগ্রহ রয়েছে। এই সমস্ত অর্চামূর্তির তত্ত্ব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সর্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে ।

জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে ॥

“ভগবান এইভাবে নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রকাশ করেছেন কেবল তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য, সাধারণ মানুষদের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম স্থাপন করার জন্য।”

শ্লোক ১৮

পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে-

ষুপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু ।

অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু

চচার তীর্থাযতনেষুনন্যঃ ॥ ১৮ ॥

পুরেষু—অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি পুণ্যস্থানে; পুণ্য—পুণ্য; উপবন—উপবন; অঙ্গি—পর্বত; কুঞ্জেষু—কুঞ্জে; অপঙ্ক—নিষ্পাপ; তোয়েষু—জলে; সরিৎ—নদী; সরঃসু—সরোবর; অনন্ত-লিঙ্গৈঃ—অনন্তরূপে; সমলঙ্কৃতেষু—এইভাবে অলঙ্কৃত হয়ে; চ্চার—বিচরণ করেছিলেন; তীর্থ—তীর্থস্থান; আয়তনেষু—পুণ্যস্থান; অনন্যঃ—একাকী অথবা একলা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে।

অনুবাদ

তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা ভগবানের এই সমস্ত অর্চামূর্তিকে প্রতিমা বলে মনে করতে পারে, কিন্তু বিদুরের মতো ভগবন্তুজ্ঞদের কাছে তাতে কিছু যায় আসে না। ভগবানের বিগ্রহসমূহকে এখানে অনন্তলিঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের এই প্রকার বিগ্রহসমূহ স্বয়ং ভগবানেরই মতো অচিন্ত্যশক্তি সমন্বিত। ভগবানের অর্চাবিগ্রহ ও তাঁর স্বীয় রূপের মধ্যে শক্তিগত কোন পার্থক্য নেই। এই প্রসঙ্গে ডাকবাক্স ও ডাকঘরের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শহরের বিভিন্ন স্থানে যে ছোট ছোট ডাকবাক্স রয়েছে, তাদের সঙ্গে ডাকবিভাগের ক্ষমতাগত কোন পার্থক্য নেই। ডাকঘরের কাজ হচ্ছে চিঠি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া। কেউ যদি ডাকবিভাগ অনুমোদিত ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে, তাহলে ডাকবিভাগ যে সেই চিঠিটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তেমনই, অর্চামূর্তিও ভগবানের স্বরূপের মতো অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। বিদুর তাই বিভিন্ন অর্চামূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করেননি, এবং চরমে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভব করছিলেন, অন্য আর কোন বিষয়েই তাঁর চেতনা নিবদ্ধ ছিল না।

শ্লোক ১৯

গাং পর্যটনৈধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ

সদাপ্লুতোহধঃশয়নোহবধূতঃ ।

অলঙ্কিতঃ সৈরবধূতবেষো

ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥

গাম্—পৃথিবী; পর্যটন—পরিভ্রমণ করে; মেধ্য—পবিত্র; বিবিক্ত-বৃত্তিঃ—জীবন-ধারণের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তি; সদা—সর্বদা; আপ্নতঃ—স্নাত; অধঃ—মাটিতে; শয়নঃ—শয়ন করে; অবধূতঃ—(চুল ইত্যাদি) সংস্কার না করে; অলঙ্কিতঃ—অজ্ঞাতভাবে; স্নৈঃ—একলা; অবধূত-বেষঃ—তপস্বী বেশে; ব্রতানি—ব্রতসমূহ; চেরে—অনুষ্ঠান করেছিলেন; হরি-তোষণানি—যা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে।

অনুবাদ

পৃথিবী পর্যটন করার সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধানের ব্রত পালন করেছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল পবিত্র ও স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবধূতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর শয্যা, তবুও পবিত্র তীর্থে স্নান করার ফলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অগোচর ছিলেন।

তাৎপর্য

তীর্থপর্যটকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধান করা। তীর্থ ভ্রমণ করার সময় সমাজের মনোরঞ্জন করার দুর্ভাবনা থাকা উচিত নয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান অথবা বৃত্তি অথবা পোশাকের অপেক্ষা করা উচিত নয়। তখন মানুষের সর্বদা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের কার্যে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবে চিন্তা ও কর্মে পবিত্র হয়ে তীর্থপর্যটনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ২০

ইথং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং

কালেন যাবদগতবান্ প্রভাসম্ ।

তাবচ্ছাস ক্ষিতিমেকচক্রা-

মেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইথম্—এইভাবে; ব্রজন্—পর্যটন করার সময়; ভারতম্—ভারতবর্ষ; এব—কেবল; বর্ষম্—ভূখণ্ড; কালেন—যথাসময়ে; যাবৎ—যখন; গতবান্—গিয়েছিলেন; প্রভাসম্—প্রভাসতীর্থে; তাবৎ—তখন; শশাস—শাসন করেছিলেন; ক্ষিতিম্—পৃথিবী; এক-চক্রাম্—এক সামরিক শক্তির দ্বারা; এক—এক; আতপত্রাম্—ছত্র; অজিতেন—অজিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়; পার্থঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্যটন করতে করতে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক শক্তির অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন।

তাৎপর্য

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, মহাত্মা বিদুর যখন তীর্থপর্যটন করছিলেন, তখনও এই ভূখণ্ড আজকেরই মতো ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস তিন হাজার বছর আগে কি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সুসংবদ্ধ তথ্য প্রদান করতে পারে না, কিন্তু তারও পূর্বে সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁরই পতাকাতলে সারা পৃথিবী তাঁর সামরিক শক্তির অধীনে ছিল। এখন রাষ্ট্রসংঘে শত শত পতাকা উড়তে দেখা যায়, কিন্তু বিদুরের সময় অজিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল একটি পতাকা ছিল। পৃথিবীর দেশগুলি আবার এক পতাকার তলে এক রাষ্ট্র স্থাপনে অত্যন্ত ব্যগ্র, কিন্তু তা যদি তারা সত্যি সত্যিই চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্র গঠনে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

শ্লোক ২১

তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং

বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্ ।

সংস্পর্ধয়া দন্ধমথানুশোচন্

সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায় তৃষীম্ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; অথ—তারপর; শুশ্রাব—শ্রবণ করেছিলেন; সুহৃৎ—স্বজনবর্গ; বিনষ্টিম্—হত হয়েছেন; বনম্—বন; যথা—যেমন; বেণুজ-বহ্নি—বাঁশের ঘর্ষণজনিত আগুন; সংশ্রয়ম্—পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে; সংস্পর্ধয়া—ভয়ঙ্কর বিরোধের ফলে; দন্ধম্—দঙ্ক; অথ—এইভাবে; অনুশোচন্—চিন্তা করে; সরস্বতীম্—সরস্বতী নদী; প্রত্যক্—পশ্চিমবাহিনী; ইয়ায়—গিয়েছিলেন; তৃষীম্—নিঃশব্দে।

অনুবাদ

প্রভাসতীরে উপস্থিত হয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আগুনে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধানে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৌরব ও যাদব উভয়েই ছিলেন বিদুরের আত্মীয়স্বজন, এবং বিদুর শুনেছিলেন যে, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ফলে তাঁরা বিনষ্ট হয়েছেন। বনে বাঁশের ঘর্ষণের সাথে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের তুলনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীকে একটি বনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিরোধের ফলে যে কোন সময়ে সেই বনে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। কেউই বনে গিয়ে আগুন লাগায় না, কিন্তু বাঁশের ঘর্ষণের ফলে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে এবং সেই আগুনে সমস্ত বন দগ্ধ হয়। তেমনি মানবসমাজরূপ বৃহৎ অরণ্যে বহিরঙ্গ প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের বিরোধের ফলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর এই আগুন নেভাতে পারে কেবল মহাত্মাদের কৃপারূপ মেধনিঃসৃত জল, ঠিক যেমন মেঘ থেকে উৎপন্ন বৃষ্টি দাবানলের আগুন নেভাতে পারে।

শ্লোক ২২

তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ

পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ ।

তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য

যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে ॥ ২২ ॥

তস্যাম্—সরস্বতী নদীর তীরে; ত্রিতস্য—ত্রিত নামক তীর্থস্থান; উশনসঃ—উশনা নামক তীর্থ; মনোঃ চ—মনু নামক তীর্থও; পৃথোঃ—পৃথু তীর্থ; অথ—তারপর; অগ্নেঃ—অগ্নি নামক; অসিতস্য—অসিত নামক; বায়োঃ—বায়ু নামক; তীর্থম্—তীর্থস্থানসমূহ; সুদাসস্য—সুদাস নামক; গবাম্—গো নামক; গুহস্য—গুহ নামক; যৎ—সেখানে; শ্রাদ্ধদেবস্য—শ্রাদ্ধদেব নামক; সঃ—বিদুর; আসিষেবে—সেখানে গিয়ে যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অনুবাদ

সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ রয়েছে, যথা—(১) ত্রিত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃথু, (৫) অগ্নি, (৬) অসিত, (৭) বায়ু, (৮) সুদাস, (৯) গো, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ

কৃতানি নানায়তনানি বিবেগাঃ ।

প্রত্যঙ্গমুখ্যাক্ষিতমন্দিরাণি

যদর্শনাৎকৃষ্ণমনুস্মরন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্যানি—অন্য সমস্ত; চ—ও; ইহ—এখানে; দ্বিজ-দেব—মহান ঋষিগণ কর্তৃক; দেবৈঃ—এবং দেবতাদের দ্বারা; কৃতানি—নির্মিত; নানা—বিবিধ; আয়তনানি—বিভিন্ন রূপ; বিবেগাঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; প্রতি—প্রতিটি; অঙ্গ—অংশ; মুখ্য—প্রধান; অক্ষিত—চিহ্নিত; মন্দিরাণি—মন্দিরসমূহ; যৎ—যা; দর্শনাৎ—দূর থেকে দর্শনের ফলে; কৃষ্ণম্—স্বয়ং ভগবান; অনুস্মরন্তি—নিরন্তর স্মরণ হয়।

অনুবাদ

এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অক্ষিত ছিল, এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাৎপর্য

মানবসমাজ চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমে বিভক্ত, এবং তা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রথাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তা ইতিপূর্বেই এই মহান শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঋষি বা যে সমস্ত মানুষ সমগ্র মানবসমাজের পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের বলা হয় দ্বিজদেব, অর্থাৎ দ্বিজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রলোক থেকে শুরু করে উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের বলা হয় দেব। দ্বিজদেব ও দেব এঁরা উভয়েই

গোবিন্দ, মধুসূদন, নৃসিংহ, মাধব, কেশব, নারায়ণ, পদ্মনাভ, পার্থসারথি ইত্যাদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিবিধ রূপের প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরি করেন। ভগবান নিজেকে অসংখ্যরূপে বিস্তার করেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিষ্ণুর চার হাত এবং তাঁর এক-একটি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা অথবা পদ্ম ধারণ করেন। এই চারটি প্রতীকের মধ্যে চক্র হচ্ছে প্রধান। আদিবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কেবল একটি প্রতীক এবং তা হচ্ছে চক্র, তাই কখনও কখনও তাঁকে চক্রী বলা হয়। যে শক্তির দ্বারা ভগবান সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই চক্র তার প্রতীক। বিষ্ণুমন্দিরের চূড়ায় চক্র থাকে যাতে বহু দূর থেকে মানুষ তা দর্শন করতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। অনেক উঁচু করে মন্দির তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর থেকে মানুষরা যাতে তা দেখতে পায় তার সুযোগ করে দেওয়া। ভারতবর্ষে যখনি কোন নতুন মন্দির তৈরি হয়, তখন এই প্রথা অনুসরণ করা হয়, এবং দেখা যাচ্ছে তা চলে আসছে ইতিহাস রচনার বহুকাল পূর্ব থেকে। নাস্তিকেরা মুখের মতো প্রচার করে যে, মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে অনেক পরে, এখানে তাদের সেই মত খণ্ডিত হয়েছে, কারণ বিদুর অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে সেই সমস্ত মন্দিরে ভ্রমণ করেছিলেন, এবং তিনি সেখানে যাওয়ার বহু বহু পূর্ব থেকে সেই সমস্ত বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত ছিল। মহান ঋষি ও দেবতারা কখনও কোন মানুষ অথবা দেবতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি, পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাদের ভগবৎ চেতনার স্তরে উন্নীত করার জন্য, তাঁরা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ততত্ত্বিত্বিজ্য সুরাষ্ট্রম্ভং

সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাগলাংশ্চ ।

কালেন তাবদ্যমুনামুপেত্য

তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; তু—কিন্তু; অতিব্রজ্য—অতিক্রম করে; সুরাষ্ট্রম্—সুরাট রাজ্য; ঋদ্ধম্—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; সৌবীর—সৌবীর রাজ্য; মৎস্যান্—মৎস্য রাজ্য; কুরুজাগলান্—দিল্লী প্রদেশ পর্যন্ত পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ; চ—ও; কালেন—কালের প্রভাবে; তাবৎ—তৎক্ষণাৎ; যমুনাম্—যমুনার তটে; উপেত্য—উপস্থিত হয়ে; তত্র—সেখানে; উদ্ধবম্—উদ্ধব, একজন বিশিষ্ট যাদব; ভাগবতম্—শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত; দদর্শ—দর্শন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর সমৃদ্ধিশালী সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, সৌবীর, মৎস্য, ও পশ্চিম ভারতের কুরুজাঙ্গল নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি যমুনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাৎপর্য

বর্তমান দিল্লী থেকে উত্তরপ্রদেশের মথুরা এবং পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জেলাসহ প্রায় একশ বর্গমাইল ভূখণ্ডকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। এই স্থান পবিত্র কেননা শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল মথুরায় তাঁর মামা কংসের আলয়ে, এবং তিনি প্রতিপালিত হন বৃন্দাবনে তাঁর পালকপিতা নন্দ মহারাজ কর্তৃক। এখনও সেখানে বহু ভগবদ্ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শৈশবের সাথী গোপীদের অন্বেষণের আনন্দে মগ্ন হয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। এমন নয় যে, এই সব ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্থানে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, কিন্তু আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার মতোই। তা কিভাবে সম্ভব, সেকথা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁরা তা বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন। দার্শনিক বিচারে ভক্ত বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর স্মরণ উভয়েই চিন্ময় স্তরের বিষয়, এবং ভক্তদের কাছে শুদ্ধ ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বৃন্দাবনে ভগবানের অন্বেষণ করার ধারণা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার থেকেও অধিক আনন্দ প্রদান করে। এই প্রকার ভগবদ্ভক্তরা সর্বদাই তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সदैব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্যামসুন্দরের প্রেমানন্দে মগ্ন, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভক্তির প্রভাবে তাঁদের হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করেন।” বিদুর ও উদ্ধব উভয়েই ছিলেন এই প্রকার উন্নত স্তরের ভক্ত, এবং তাই তাঁরা উভয়েই যমুনার তীরে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং

বৃহস্পতেঃ প্রাক্ তনয়ং প্রতীতম্ ।

আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং

স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি, বিদুর; বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ; অনুচরম্—পার্ষদ; প্রশান্তম্—অত্যন্ত শান্ত ও ধীর; বৃহস্পতেঃ—দেবগুরু বৃহস্পতির; প্রাক্—পূর্বে; তনয়ম্—পুত্র বা শিষ্য; প্রতীতম্—প্রখ্যাত; আলিঙ্গ্য—আলিঙ্গন করে; গাঢ়ম্—গভীর অনুভূতি সহকারে; প্রণয়েন—প্রেম সহকারে; ভদ্রম্—মঙ্গল; স্বানাম্—তঁার নিজের; অপৃচ্ছৎ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; প্রজানাম্—পরিবার।

অনুবাদ

তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুভূতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, প্রশান্তমূর্তি ও বৃহস্পতির প্রখ্যাত পূর্বশিষ্য উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

বিদুর উদ্ধব থেকে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন উদ্ধব বিদুরকে প্রণাম করেছিলেন এবং বিদুর তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন। বিদুরের ভাই পাণ্ডু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসা, এবং উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই। তাই সামাজিক প্রথা অনুসারে, বিদুর ছিলেন উদ্ধবের পিতৃবৎ পূজনীয়। উদ্ধব ন্যায়শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি দেবতাদের মহান গুরু বৃহস্পতির পুত্র বা শিষ্যরূপে বিখ্যাত ছিলেন। বিদুর উদ্ধবের কাছে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদিও তিনি ইতিমধ্যে জানতেন যে, তাঁরা আর এই পৃথিবীতে নেই। এই প্রশ্ন তাই অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, সেই সংবাদ বিদুরের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল, তাই তিনি গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে বার বার প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর প্রশ্ন ছিল মনস্তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক নয়।

শ্লোক ২৬

কচ্চিৎপুরানৌ পুরুষৌ স্বনাভ্য-

পাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ ।

আসাত উৰ্ব্যাঃ কুশলং বিধায়

কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে ॥ ২৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; পুরানৌ—আদি; পুরুষৌ—পুরুষদ্বয় (কৃষ্ণ ও বলরাম); স্বনাভ্য—ব্রহ্মা; পাদ্ম-অনুবৃত্ত্যা—পদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর অনুরোধে; ইহ—এখানে; কিল—নিশ্চয়ই; অবতীর্ণৌ—অবতীর্ণ হয়েছেন; আসাতে—হয়; উৰ্ব্যাঃ—পৃথিবীতে; কুশলম্—মঙ্গল; বিধায়—তা করার জন্য; কৃতক্ষণৌ—সকলের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারী; কুশলম্—সর্বমঙ্গল; শূর-গেহে—শূরসেনের গৃহে।

অনুবাদ

ভগবানের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার অনুরোধে যে সনাতন পুরুষদ্বয় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) শূরসেনের গৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন তো?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ভগবানের দুটি ভিন্ন সত্তা নন। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি পরস্পর ভিন্ন না হয়ে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন তাঁর স্বাংশপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন শ্রীবলরাম, আর শ্রীবলরামের অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে উত্থিত পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে। এই থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-নিষেধের অধীন নন; পক্ষান্তরে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং নানারকম অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেছিলেন যাতে সকলে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই সুখী হতে পারে না এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। যেহেতু ভগবানের ভক্ত-পরিবারের সুখ নির্ভর করে ভগবানের সুখের উপর, তাই বিদুর প্রথমে ভগবানের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

কচ্চিৎকুরুণাং পরমঃ সুহৃন্মো

ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ ।

যো বৈ স্বসৃণাং পিতৃবদদাতি

বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন ॥ ২৭ ॥

কচ্চিৎ—কি; কুরুণাম্—কুরুদের; পরমঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; নঃ—আমাদের; ভামঃ—ভগিনীপতি; সঃ—তিনি; আস্তে—হন; সুখম্—সুখ; অঙ্গ—হে উদ্ধব; শৌরিঃ—বসুদেব; যঃ—যিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; স্বসৃণাম্—ভগিনীদের; পিতৃ-বৎ—পিতার মতো, দদাতি—দান করেন; বরান্—বাঞ্ছিত সব কিছু; বদান্যঃ—উদার; বর—পত্নী; তর্পণেন—সন্তোষবিধানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! কুরুকুলের পরম হিতৈষী, আমাদের ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তিনি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ, এবং তিনি সর্বদা তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের যোল জন পত্নী ছিলেন, এবং তাঁদের অন্যতমা বলদেবের মাতা পৌরবী বা রোহিণী ছিলেন বিদুরের ভগ্নী। তাই বসুদেব ছিলেন বিদুরের ভগ্নীপতি। বসুদেবের ভগ্নী কুন্তী ছিলেন বিদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর স্ত্রী, এবং সেই সূত্রেও বসুদেব ছিলেন বিদুরের আত্মীয়। কুন্তী ছিলেন বসুদেব থেকে ছোট, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য হচ্ছে ছোট বোনদের কন্যার মতো পালন করা। কুন্তীর যখনি কোন কিছুর প্রয়োজন হত, তাঁর ছোট বোনের প্রতি গভীর প্রীতিবশত তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত উদার চিন্তে তা সরবরাহ করতেন। বসুদেব কখনও তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধানে অবহেলা করেননি, এবং তাঁর ভগ্নীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বস্তু সরবরাহ করেছিলেন। কুন্তীর প্রতি তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন কেননা তিনি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বসুদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করার সময় তাঁর কথা বিদুরের মনে পড়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার স্মৃতি জাগরিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

কচ্চিৎবরুথাধিপতির্যদুনাং

প্রদ্যুন্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ ।

যং রুন্নিণী ভগবতোহভিলেভে

আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে ॥ ২৮ ॥

কচ্চিৎ—কি; বরুথ—সামরিক বাহিনীর; অধিপতিঃ—সেনাপতি; যদুনাং—যদুদের;
 প্রদ্যুন্নঃ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুন্ন; আস্তে—হয়; সুখম্—সুখে; অঙ্গ—হে উদ্ধব;
 বীরঃ—মহান যোদ্ধা; যম্—যাঁকে; রুন্নিণী—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুন্নিণী;
 ভগবতঃ—ভগবানের থেকে; অভিলেভে—পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন;
 আরাধ্য—মনোরম; বিপ্রান্—ব্রাহ্মণদের; স্মরম্—কামদেব; আদি-সর্গে—
 পূর্বজীবনে।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! যদুদের সেনানায়ক এবং পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যুন্ন
 এখন কেমন আছেন? রুন্নিণী ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে তাঁদের কৃপায়
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে স্মর (কামদেব) হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্শ্বদ। শ্রীল
 জীব গোস্বামী তাঁর 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৯

কচ্চিৎসুখং সাত্ততবৃষ্টিভোজ-

দাশার্হকাণামধিপঃ স আস্তে ।

যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো

নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥ ২৯ ॥

কচ্চিৎ—কি; সুখম্—ভাল আছেন; সাত্তত—সাত্ততগণ; বৃষ্টিঃ—বৃষ্টিবংশ;
 ভোজ—ভোজবংশ; দাশার্হকাণাম্—দাশার্হগণ; অধিপঃ—রাজা উগ্রসেন;
 সঃ—তিনি; আস্তে—আছেন; যম্—যাঁকে; অভ্যষিঞ্চৎ—অভিষিক্ত করেছিলেন;
 শত-পত্র-নেত্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ; নৃপ-আসন-আশাম্—রাজসিংহাসনের আশা; পরিহৃত্য—
 পরিত্যাগ করে; দূরাৎ—দূরবর্তী স্থানে।

অনুবাদ

হে বন্ধু! সাত্ত্বত, বৃষ্টি, ভোজ ও দাশার্হদের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন এখন ভাল আছেন তো? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য সুতঃ সদৃক্ষ

আন্তেহগ্রনী রথিনাং সাধু সান্বঃ ।

অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাত্যা

দেবং ওহং যোহশ্বিকয়া ধৃতোহগ্রে ॥ ৩০ ॥

কচ্চিৎ—কি; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; সৌম্য—হে সৌম্য, সুতঃ—পুত্র; সদৃক্ষঃ—সদৃশ; আন্তে—ভাল আছে; অগ্রনীঃ—সর্বাগ্রগণ্য; রথিনাম্—যোদ্ধাদের; সাধু—সৎ আচরণপরায়ণ; সান্বঃ—সান্ব; অসূত—জন্মদান করেছিল; যম্—যাকে; জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতী; ব্রতাত্যা—ব্রতশীলা; দেবম্—দেবতা; ওহম্—কার্তিকেয়; যঃ—যিনি; অশ্বিকয়া—ভবানীকে; ধৃতঃ—জন্ম; অগ্রে—পূর্বজন্মে।

অনুবাদ

হে সৌম্য! সান্ব ভাল আছে তো? তাঁর রূপ ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে শিবপত্নী অশ্বিকার গর্ভে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এবং এখন এই জন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার শিব ভগবানের অংশ। তাঁর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন যে কার্তিকেয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আরেক পুত্র প্রদ্যুম্নের সমকক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর সমস্ত অংশরাও তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রদর্শন করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বৃন্দাবনলীলার জন্য সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় ভগবানের বিভিন্ন স্বাংশ বিস্তারের দ্বারা। বাসুদেব

হচ্ছেন নারায়ণের অংশ। ভগবান যখন বাসুদেবরূপে দেবকী ও বসুদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তা ছিল তাঁর নারায়ণরূপ। তেমনি প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, উদ্ধব আদি স্বর্গের বিভিন্ন দেবতারা ভগবানের পার্শ্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে আমরা জানতে পারছি যে, কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে, কার্তিকেয় সাম্বরূপে এবং একজন বসু উদ্ধবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য বিভিন্ন ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ক্ষেমং স কচ্চিদযুযুধান আস্তে

যঃ ফাল্গুনাল্লক্ষধনুরহস্যঃ ।

লেভেহঞ্জসাধোক্ষজসেবয়ৈব

গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥

ক্ষেমম্—সর্বমঙ্গল; সঃ—তিনি; কচ্চিৎ—কি; যুযুধানঃ—সাত্যকি; আস্তে—আছে; যঃ—যিনি; ফাল্গুনাৎ—অর্জুন থেকে; লক্ষ—লাভ করেছেন; ধনুঃ-রহস্যঃ—সামরিক বিজ্ঞানে জটিল তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যিনি অবগত; লেভে—লাভ করেছেন; অঞ্জসা—অনায়াসে; অধোক্ষজ—চিৎ জগতের; সেবয়া—সেবার দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; গতিম্—গতি; তদীয়াম্—চিন্ময়; যতিভিঃ—মহান সন্ন্যাসীদের দ্বারা; দুরাপাম্—দুর্লভ।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! যুযুধান কুশলে আছেন তো? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেরও দুর্লভ চিন্ময় পদ লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

পরম গতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়ার ফলে অধোক্ষজ নামে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের পার্শ্বদত্ত লাভ করা। বিশ্বের সন্ন্যাসীরা সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক, যথা—পরিবার, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, গৃহ, সম্পদ সব কিছু পরিত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। অধোক্ষজের আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরও অতীত। জ্ঞানীরা পরম সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এক প্রকার চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন,

কিন্তু ব্রহ্ম তাঁর নিত্য শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান স্বরূপে যে আনন্দ আন্বাদন করেন তা সেই আনন্দের অতীত। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর জী ব্রহ্মানন্দ আন্বাদন করে। কিন্তু পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে এক শাস্ত্র আনন্দ আন্বাদন করেন, যাকে বলা হয় হু্যাদিনী শক্তি। বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে অস্বীকারকারী ব্রহ্মবাদী জ্ঞানীরা ব্রহ্মের হু্যাদিনী শক্তি সম্বন্ধে অবগত নন। সর্বশক্তিমানের বহু শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ শক্তির তিনটি রূপ হচ্ছে—সম্বিত সন্ধিনী ও হু্যাদিনী। যোগী ও জ্ঞানীরা কঠোরভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ধ্যান ও ধারণা ইত্যাদির অনুশীলন করা সত্ত্বেও ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা তাঁদের ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে এই অন্তরঙ্গ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারেন। যুযুধান সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ঠিক যেভাবে তিনি অর্জুনের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যার রহস্য লাভ করেছিলেন। তাফলে জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল। ভগবন্ত্বক্তির এটিই হচ্ছে পদ্য।

শ্লোক ৩২

কচ্চিদ্ বুধঃ স্বস্ত্যানমীব আস্তে

শ্বফল্লপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ ।

যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংসু-

যুচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ ॥ ৩২ ॥

কচ্চিৎ—কি; বুধঃ—অত্যন্ত বিদ্বান; স্বস্তি—শুভ; অনমীবঃ—নিম্পাপ; আস্তে—আছে; শ্বফল্ল-পুত্রঃ—শ্বফল্লের পুত্র অর্জুন; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় প্রপন্নঃ—শরণাগত; যঃ—যিনি; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; পাদ-আঙ্কিত—পদচিহ্নের দ্বারা আঙ্কিত; মার্গ—পথ; পাংসু—ধূলিতে; অচেষ্টত—লুপ্তিত; প্রেম-বিভিন্ন—দিব প্রেমে আত্মহারা হয়ে; ধৈর্যঃ—মনের সাম্যভাব।

অনুবাদ

শ্বফল্লনন্দন অর্জুন ভাল আছেন তো? তিনি নিম্পাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে ধৈর্যহারা হয়ে সেই পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

অক্রুর যখন শ্রীকৃষ্ণের অদ্বৈতবোধে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন তিনি নন্দগ্রামের পথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমে আত্মহারা হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন ভক্তের পক্ষেই এই প্রকার দিব্যভাব অনুভব করা সম্ভব। ভগবানের এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবে নিষ্পাপ কেননা তিনি সর্বদাই পরম পবিত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করছেন। নিরন্তর ভগবানের চিন্তা জড় গুণের প্রভাব থেকে উৎপন্ন সংক্রমণের নিরাময়কারী ঔষধ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থেকে তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। তবুও, স্থান ও কালের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, সেই চিন্তায় আবেগ বিভিন্ন রূপ নেয়, এবং তা ভক্তের মনের বৈধ ভঙ্গ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য প্রেমের উন্মাদনার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন, যা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি ভগবানের এই অবতারের জীবনচরিত থেকে।

শ্লোক ৩৩

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা

বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ ।

যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং

ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥

কচ্চিৎ—কি; শিবম্—সর্বমঙ্গল; দেবক-ভোজ-পুত্র্যাঃ—দেবক-ভোজরাজের কন্যা; বিষ্ণু-প্রজায়াঃ—যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জন্মদান করেছিলেন; ইব—সেই রকম; দেব-মাতুঃ—দেবতাদের মাতা (অদিতি); যা—যিনি; বৈ—যথার্থই; স্ব-গর্ভেণ—তাঁর নিজের গর্ভের দ্বারা; দধার—ধারণ করেছিলেন; দেবম্—পরমেশ্বর ভগবান; ত্রয়ী—বেদসমূহ; যথা—যেমন; যজ্ঞ-বিতানম্—যজ্ঞবিস্তারের; অর্থম্—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

বেদ যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, তেমনই দেবক-ভোজরাজের কন্যা দেবকী দেবমাতা অদিতির মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (দেবকী) ভাল আছেন তো?

তাৎপর্য

বেদ চিন্ময় জ্ঞান ও পারমার্থিক সম্পদে পূর্ণ; তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী বেদের অর্থের মূর্তিমান প্রকাশের মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। বেদ ও ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বেদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা, এবং ভগবান হচ্ছেন মূর্তিমান বেদ। দেবকীকে অর্থপূর্ণ বেদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং ভগবানকে তাঁর মূর্তিমান উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো

যঃ সাত্বতাং কামদুঘোহনিরুদ্ধঃ ।

যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং

মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

অপি—ও; স্বিং—কি; আস্তে—তিনি; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সুখম্—সমগ্র সুখ; বঃ—আপনার; যঃ—যিনি; সাত্বতাম্—ভক্তদের; কাম-দুঘঃ—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; অনিরুদ্ধঃ—ভগবানের প্রকাশ অনিরুদ্ধ; যম্—যাঁকে; আমনন্তি—তাঁরা স্বীকার করেন; স্ম—অতীতে; হি—নিশ্চয়; শব্দযোনিম্—ঋগ্বেদের কারণ; মনঃ-ময়ম্—মনের প্রবর্তক; সত্ত্ব—চিন্ময়; তুরীয়—চতুর্থ ব্যূহ; তত্ত্বম্—তত্ত্ব।

অনুবাদ

অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? তিনি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে ঋগ্বেদের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিষ্ণুর চতুর্থ ব্যূহ।

তাৎপর্য

বলরামের মূল প্রকাশ আদি-চতুর্ভুজ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্যণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতारे এঁরা সকলে বিশেষ ধরনের লীলা করার জন্য বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন মূল বাসুদেব, এবং তাঁর ভাইয়েরা হচ্ছেন সঙ্কর্যণ, প্রদ্যুম্ন ও

অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হচ্ছেন মহাবিষ্ণুরও উৎস, যাঁর নিঃশ্বাস থেকে ঋগ্বেদ আবির্ভূত হয়েছিল। সেই সমস্ত তত্ত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে অনিরুদ্ধ ভগবানের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি চতুর্ভূহস্থ বাসুদেব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোলোক বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না। সমস্ত স্বাংশ প্রকাশেরা বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩৫

অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈব-

মনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে ।

হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষঃ-

গদাদয়ঃ স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ॥ ৩৫ ॥

অপি—ও; স্বিৎ—কি; অন্যে—অন্যেরা; চ—এবং; নিজ-আত্ম—তাঁর নিজের; দৈবম্—শ্রীকৃষ্ণ; অনন্য—পূর্ণরূপে; বৃত্ত্যা—বিশ্বাস; সমনুব্রতাঃ—অনুগামীগণ; যে—তাঁরা সকলে; হৃদীক—হৃদীক; সত্য-আত্মজ—সত্যভামার পুত্র; চারুদেষঃ—চারুদেষঃ; গদ—গদ; আদয়ঃ—এবং অন্যেরা; স্বস্তি—সর্বমঙ্গল; চরন্তি—সময় অতিবাহিত করেন; সৌম্য—হে সৌম্য।

অনুবাদ

হে সৌম্য! এছাড়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের অন্তরাত্মারূপে জেনে চিরকাল তাঁরই অনুসরণ করেন, সেই হৃদীক, চারুদেষঃ, গদ ও সত্যভামার পুত্র—এঁরা সকলে ভাল আছেন তো?

শ্লোক ৩৬

অপি স্বদোৰ্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাত্ম্যং

ধর্মণ ধর্মঃ পরিপাতি সেতুম্ ।

দুর্যোধনোহতপ্যত যৎসভায়াং

সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥ ৩৬ ॥

অপি—ও; স্ব-দোভ্যাম্—স্বীয় বাহ্যুগল; বিজয়—অর্জুন; অচ্যুতাভ্যাম্—শ্রীকৃষ্ণসহ; ধর্মেণ—ধর্মের দ্বারা; ধর্মঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির; পরিপাতি—পালন করেন; সেতুম্—ধর্মের মর্যাদা; দুর্যোধনঃ—দুর্যোধন; অতপ্যত—ঈর্ষান্বিত; যৎ—যার; সভায়াম্—রাজসভা; সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্য; লক্ষ্ম্যা—ঐশ্বর্য; বিজয়-অনুবৃত্ত্যা—অর্জুনের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে রাজ্যশাসন করছেন তো? পূর্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাহুদ্বয়সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মের প্রতীক। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় রাজ্যশাসন করছিলেন, তখন তাঁর রাজ্যের ঐশ্বর্য স্বর্গের কল্পনাভীত ঐশ্বর্যকেও অতিক্রম করেছিল। তাঁর প্রকৃত বাহুদ্বয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, তাই তাঁর ঐশ্বর্য সকলের ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করেছিল। তাঁর এই ঐশ্বর্য দর্শনে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ক্ষতিসাধনের জন্য নানারকম পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং অবশেষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর রাজ্যশাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তিনি ধর্মের পট্টা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান রাজার রাজ্যের এটিই হচ্ছে সৌন্দর্য।

শ্লোক ৩৭

কিং বা কৃতাঘেয়ঘমত্যমরী

ভীমোহহিবদীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ ।

যস্যাজিঘ্রপাতং রণভূমি সেহে

মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

কিম্—কি; বা—অথবা; কৃত—অনুষ্ঠিত; অঘেয়—পাপীদের; অঘম্—ক্রুদ্ধ; অতি-অমরী—অজের; ভীমঃ—ভীম; অহি-বৎ—গোখরো সাপের মতো; দীর্ঘ-তমম্—বহুকালের প্রতীক্ষিত; ব্যমুঞ্চৎ—পরিত্যাগ করেছেন; যস্য—যাঁর; অজিঘ্রপাতম্—পদাঘাত; রণভূঃ—রণভূমি; ন—পারত না; সেহে—সহ্য করতে; মার্গম্—পথ; গদায়াঃ—গদার দ্বারা; চরতঃ—খেলা; বিচিত্রম্—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ঘূর্ণন করতে করতে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করতেন এবং যাঁর গদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না, সেই সর্পের মতো অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, অজেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো?

ভাৎপর্য

বিদুর ভীমের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। রণভূমিতে ভীমের পদক্ষেপ এবং অদ্ভুত গদাঘূর্ণন শত্রুর পক্ষে অসহনীয় ছিল। শক্তিশালী ভীম দীর্ঘকাল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিরুদ্ধে কিছু করেননি। তাই বিদুর প্রশ্ন করেছিলেন, আহত গোখরো সাপের মতো ভীম শত্রুদের প্রতি তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন কিনা। গোখরো সাপ যখন তার দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধস্বরূপ বিষ উদ্গীরণ করে, তখন সেই বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি আর বাঁচতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কচ্চিদ্যশোধা রথযুথপানাং

গাণ্ডীবধন্বোপরতারিস্তে ।

অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো

মায়াকিরাতো গিরিশস্ততোষ ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিৎ—কি; যশোধা—বিখ্যাত; রথঃ-যুথপানাম্—মহারথীদের মধ্যে; গাণ্ডীব—গাণ্ডীব; ধন্ব—ধনুক; উপরত-অরিঃ;—যিনি তাঁর শত্রুদের বিনাশ করেছেন; আস্তে—ভাল আছেন; অলক্ষিতঃ—ছদ্মবেশে; যৎ—যাঁর; শর-কূট-গূঢ়ঃ—বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে; মায়া-কিরাতঃ—কপট কিরাতবেশধারী; গিরিশঃ—শিব; তুতোষ—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হয়েও কপট কিরাতবেশধারী শিব তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করেছিলেন, এবং মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান গাণ্ডীব ধনুধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো?

তাৎপর্য

অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য শিব একটি বাণবিদ্ধ বরাহকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন। তিনি একজন কিরাতের ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্জুনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং অর্জুন তাঁকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তখন শিব অর্জুনের রণনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাণ্ডপত অস্ত্র দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করেছিলেন। এখানে বিদুর সেই মহান যোদ্ধার মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ৩৯

যমাবুতশ্চিনয়ৌ পৃথায়ঃ

পাঠৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব ।

রেমাত উদ্যায় মৃধে স্বরিকথং

পরাৎসুপর্ণাবিব বজ্রিবজ্রাৎ ॥ ৩৯ ॥

যমৌ—যমজ (নকুল ও সহদেব); উতশ্চিৎ—কি; তনয়ৌ—পুত্রদ্বয়; পৃথায়ঃ—পৃথার; পাঠৈঃ—পৃথার পুত্রদের দ্বারা; বৃতৌ—রক্ষিত; পক্ষ্মভিঃ—পক্ষ দ্বারা; অক্ষিণী—চক্ষুর; ইব—মতো; রেমাতে—নিবিঘ্নে খেলা করছে; উদ্যায়—কেড়ে নিয়ে; মৃধে—যুদ্ধে; স্ব-রিকথম্—স্বীয় সম্পত্তি; পরাৎ—শত্রু দুর্যোধনের কাছ থেকে; সুপর্ণৌ—শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়; ইব—মতো; বজ্রিবজ্রাৎ—ইন্দ্রের মুখ থেকে।

অনুবাদ

যে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ভ্রাতাদের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো? চক্ষু যেমন পক্ষ্মের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি তাঁরা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণ করেন, তাঁরাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বজ্র বহন করেন এবং তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তবুও শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁর মুখ থেকে অমৃত ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনি দুর্যোধন ছিল স্বর্গের রাজার মতো শক্তিশালী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথার পুত্র পাণ্ডবেরা তার কাছ থেকে তাঁদের রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। গরুড় ও পার্থরা

উভয়েই ভগবানের প্রিয় ভক্ত, এবং তার ফলে তাঁদের পক্ষে এত শক্তিশালী শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়েছিল।

পাণ্ডবদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব সম্বন্ধে বিদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এঁরা দুজন অন্য পাণ্ডবদের বিমাতা মাদ্রীর যমজ পুত্র ছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন সৎভাই, কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুর সাথে মাদ্রীর সহমরণের পর কুন্তী তাঁদেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে নকুল ও সহদেব ছিলেন অন্য তিন জন পাণ্ডব— যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনেরই মতো। এই পাঁচ ভাই সারা জগতের কাছে পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত। ঠিক যেভাবে চোখের পলক চোখকে যত্ন সহকারে আবৃত করে রাখে, সেইভাবেই জ্যেষ্ঠ তিন পাণ্ডবেরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পালন করেছিলেন। বিদুর জানতে চেয়েছিলেন দুর্যোধনের হাত থেকে তাঁদের রাজ্য উদ্ধার করার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের তত্ত্বাবধানে সেই রকমই সুখে বসবাস করছেন কিনা।

শ্লোক ৪০

অহো পৃথাপি প্রিয়তেহর্ভকার্থে

রাজর্ষিবর্ষণে বিনাপি তেন ।

যন্তেকবীরোহধিরথো বিজিগ্যে

ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥

অহো—হে প্রভু; পৃথা—কুন্তী; অপি—ও; প্রিয়তে—তাঁর জীবনধারণ করছেন; অর্ভক-অর্থ—পিতৃহীন পুত্রদের জন্য; রাজর্ষি—রাজা পাণ্ডু; বর্ষণ—শ্রেষ্ঠ; বিন-অপি—তাঁকে ছাড়া; তেন—তাঁকে; যঃ—যিনি; তু—কিন্তু; এক—একলা; বীরঃ—যোদ্ধা; অধিরথঃ—সেনাপতি; বিজিগ্যে—জয় করতে পারতেন; ধনুঃ—ধনুক; দ্বিতীয়ঃ—দ্বিতীয়; ককুভঃ—দিকসমূহ; চতস্রঃ—চার।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! পৃথা কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীবনধারণ করছিলেন; তা না হলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অধিরথ যিনি একাকী ধনুকমাত্র সহায় করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ব্যতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।

তাৎপর্য

সতী স্ত্রী পতি বিনা বেঁচে থাকতে পারে না, এবং তাই পতির মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী তাঁর স্বামীর চিতার আগুনে প্রবেশ করতেন। এই প্রথা ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে

প্রচলিত ছিল, কেননা সমস্ত পত্নীরা ছিলেন সতী এবং তাঁদের পতির অনুগতা। পরে কলিযুগের প্রভাবে পত্নীদের পতিপরায়ণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, এবং স্বেচ্ছায় মৃত পতির চিতায় প্রবেশ করার প্রথা লোপ পায়। সম্প্রতি, এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রথাটি বলপূর্বক আগুনে পুড়িয়ে মারার সামাজিক প্রথায় পরিণত হওয়ার ফলে তা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে।

মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী স্বামীর চিতার আগুনকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সুসন্তান পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য জীবন ধারণ করতে মাদ্রী কুন্তীকে অনুরোধ করেন। ব্যাসদেবের অনুরোধে কুন্তী তাতে সম্মত হন। তাঁর পতির বিচ্ছেদজনিত গভীর শোক সত্ত্বেও কুন্তী বেঁচে থাকতে সম্মত হয়েছিলেন তাঁর পতির অনুপস্থিতিতে জীবন উপভোগ করার জন্য নয়, পঞ্চাস্তরে কেবল তাঁর সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। এই ঘটনাটির উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, কেননা বিদুর তাঁর ভ্রাতৃবধূ কুন্তীদেবীর সমস্ত ঘটনা জানতেন। এখানে জানা যায় যে, মহারাজ পাণ্ডু ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা এবং তিনি একাকী ধনুক ও বাণের সাহায্যে সারা পৃথিবীর চতুর্দিক জয় করেছিলেন। এমন একজন আদর্শ পতির বিরহে বিধবারূপে কুন্তীর পক্ষে জীবনধারণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল তাঁর পাঁচ পুত্রের জন্য।

শ্লোক ৪১

সৌম্যানুশোচে তমধঃপতন্তুং

ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুক্রহে যঃ ।

নির্যাপিতো যেন সুহৃৎস্বপূর্য্য

অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥ ৪১ ॥

সৌম্য—হে সৌম্য; অনুশোচে—কেবল শোক করা; তম্—তাকে; অধঃ-পতন্তুম্—অধঃপতন; ভ্রাত্রে—তাঁর ভ্রাতার; পরেতায়—মৃত্যু; বিদুক্রহে—বিদ্রোহ করেছিলেন; যঃ—যিনি; নির্যাপিতঃ—নির্বাসিত; যেন—যাঁর দ্বারা; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; স্ব-পূর্য্যঃ—তাঁর নিজের গৃহ থেকে; অহম্—আমি; স্বপুত্রান্—তাঁর পুত্রগণসহ; সমনুব্রতেন—অনুবর্তী।

অনুবাদ

হে সৌম্য! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে ভ্রাতার দ্রোহ করেছেন, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ

থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি ইচ্ছি তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করি।

তাৎপর্য

বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেননি, কেননা তার কুশলের কোন সম্ভাবনা ছিল না, তার তো কেবল নরকে অধঃপতিত হওয়ারই সংবাদ ছিল। বিদুর ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের একজন ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং তাঁর হৃদয়ের কোণে তাঁর চিন্তা জাগরুক ছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর স্বর্গীয় ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন এবং তাঁর কুটিল পুত্রদের প্ররোচনায় তাঁকে (বিদুরকে) তাঁর গৃহ থেকে বার করে দিতে পারেন। এই সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও বিদুর কখনও ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণ করেননি, পক্ষান্তরে তিনিই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিদুর যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন তা ধৃতরাষ্ট্রের জীবনের অন্তিম অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছিল। বিদুরের মতো বৈষ্ণবের আচরণ এমনই—তিনি সকলের মঙ্গলের কামনা করেন, এমনকি তাঁর শত্রুদের প্রতিও।

শ্লোক ৪২

সোহং হরেমর্ত্যবিড়ম্বনেন

দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ ।

নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদা-

চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োহত্র ॥ ৪২ ॥

সঃ অহম্—সেই জন্য আমি; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; মর্ত্য—এই মৃত্যুলোকে; বিড়ম্বনেন—অপরিচিতভাবেই; দৃশঃ—দৃষ্টিতে; নৃণাম্—সাধারণ মানুষের; চালয়তঃ—মোহজনক; বিধাতুঃ—করার জন্য; ন—না; অন্য—অন্য; উপলক্ষ্যঃ—অন্যের দ্বারা দৃষ্ট; পদবীম্—মহিমা; প্রসাদাৎ—কৃপার প্রভাবে; চরামি—বিচরণ করি; পশ্যন্—দর্শন করে; গত-বিস্ময়ঃ—নিঃসন্দেহে; অত্র—এই বিষয়ে।

অনুবাদ

তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। সকলের অলক্ষ্যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের

কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, এবং তাই তা অন্যের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি, এবং তার ফলে আমি সর্বতোভাবে সুখী।

তাৎপর্য

বিদুর যদিও ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি তাঁর ভাইয়ের মতো মূর্খ ছিলেন না, এবং তার ফলে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর বিষয়ী পুত্রেরা তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করছিল। তা করতে ভগবান তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং তার ফলে তারা গভীর থেকে গভীরতর মোহে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। কিন্তু বিদুর চেয়েছিলেন ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করতে, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রা করার সময় তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি গৃহহারা হওয়ার ফলে মোটেই দুঃখিত হননি, কেননা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ঘরে থাকার তথাকথিত স্বাধীনতা থেকে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করাই অধিকতর স্বাধীনতা। যতক্ষণ পর্যন্ত না দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন হয় যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত নয়। জীবনের এই অবস্থাকে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, অভয়ং সত্ত্বসংগুচ্ছিঃ—প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর অস্তিত্বের শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। নির্ভরতার এই স্তরকে বলা হয় সত্ত্বসংগুচ্ছিঃ বা আত্মগুচ্ছিঃ। ভগবদ্ভক্ত, যাকে বলা হয় নারায়ণপর, তিনি কখনই কোন কিছুতে ভীত হন না, কেননা তিনি সর্বদাই জানেন যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে বিদুর একাকী সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, এবং কোন বন্ধু অথবা কোন শত্রু তাঁকে দেখতে পায়নি অথবা চিনতে পারেনি। এইভাবে জগতের বহু দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি প্রকৃত মুক্তির আনন্দ আশ্বাদন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সচ্চিদানন্দময় শ্যামসুন্দররূপে এই মর্ত্যলোকে বিরাজ করছিলেন, তখন যারা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নয়, তারা তাঁকে চিনতে পারেনি অথবা তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ (ভগবদ্গীতা ৯/১১)—অভক্তদের কাছে তিনি সর্বদাই মোহজনক, কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁদের শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা সর্বদা তাঁকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

নুনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং

মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমৃভিঃ ।

বধাৎপ্রপন্নার্তিজিহীৰ্ষয়েশো-

হপ্যুপৈক্ষতাষং ভগবান্ কুরুণাম্ ॥ ৪৩॥

নুনম্—নিঃসন্দেহে; নৃপাণাম্—রাজাদের; ত্রি—তিন; মদ-উৎপথানাম্—মিথ্যা
দর্পের প্রভাবে বিপথগামী; মহীম্—পৃথিবী; মুহুঃ—নিরন্তর; চালয়তাম্—ক্ষোভ
উৎপাদনকারী; চমৃভিঃ—সৈন্যদের গতিবিধির দ্বারা; বধাৎ—বধ করার ফলে;
প্রপন্ন—শরণাগত; আর্তিজিহীৰ্ষয়—দুঃখীদের দুর্ভোগ দূর করতে ইচ্ছুক; ঈশঃ—
ভগবান; অপি—সত্ত্বেও; উপৈক্ষত—অপেক্ষা করেছিলেন; অঘম্—অপরাধ;
ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; কুরুণাম্—কৌরবদের।

অনুবাদ

ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপথগামী হয়ে যে সমস্ত নৃপতিরা
তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুঃখ উৎপাদন করেছে, তাদের
বিনাশ করে শরণাগত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
সব রকম অপরাধে অপরাধগ্রস্ত কুরুদের বিনাশ করেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা এবং নানা
দুর্দশাক্রিষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ
হন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সত্ত্বেও দ্রৌপদীকে কুরুদের অপমান এবং পাণ্ডবদের
বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় আচরণ, এবং তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও যে সমস্ত অপবাদ,
তা সবই শ্রীকৃষ্ণ সহ্য করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, “কেন তিনি স্বয়ং
উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই প্রকার অন্যায় অপমান সহ্য করেছিলেন? তিনি
তৎক্ষণাৎ কেন কৌরবদের দণ্ডদান করেননি?” রাজসভায় কৌরবেরা যখন সবার
সম্মুখে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করেছিল, তখন ভগবান অশুভীনভাবে বস্ত্র
সরবরাহ করে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। তবে তিনি তৎক্ষণাৎ
অপমানকারীদের দণ্ড দেননি। কিন্তু ভগবানের এই মৌনতার অর্থ এই নয় যে,
তিনি কৌরবদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। পৃথিবীতে তখন বহু রাজা ছিল যারা

ধনমদ, বিদ্যামদ, ও জনমদ—এই তিনপ্রকার মদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্মত্ত হয়ে তাদের সামরিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে বিচলিত করছিল। ভগবান কেবল অপেক্ষা করেছিলেন তাদের সকলকে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে একত্র করে এককালে তাদের সংহার করে তাঁর দুষ্কৃতকারীদের নিধন করার কার্যটি সংক্ষেপে সমাধান করার জন্য। নাস্তিক রাজারা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাদের জড় ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও জনবলের গর্বে উদ্ধত হয়ে সর্বদা তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে এবং অসহায় ব্যক্তিদের দুঃখ দেয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে এই রকম বহু নৃপতি ছিল, এবং তাদের সংহারের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার সময় দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার এই উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেছিলেন—“অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আমি কালরূপে স্বেচ্ছায় এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছি। তোমরা পাণ্ডবেরা ব্যতীত অন্য আর যারা এখানে সমবেত হয়েছে, আমি তাদের সকলকে সংহার করব। এই সংহার কার্যটি তোমাদের অংশগ্রহণের অপেক্ষা করে না। তা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে—সকলেই আমার দ্বারা নিহত হবে। তুমি যদি এই রণক্ষেত্রের বীর নায়করূপে বিখ্যাত হতে চাও এবং তার ফলে যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করতে চাও, তাহলে হে সব্যসাচী, এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে গৌরব অর্জন কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্য বহু মহারথীদের আমি ইতিমধ্যেই সংহার করে রেখেছি। তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। যুদ্ধ কর এবং মহাবীররূপে খ্যাতি অর্জন কর।” (ভগবদ্গীতা ১১/৩২-৩৪)

ভগবান সর্বদাই তাঁর অনুষ্ঠিত লীলায় তাঁর ভক্তকে নায়করূপে প্রদর্শন করতে চান। তিনি তাঁর ভক্ত ও সখা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়করূপে দেখতে চেয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি পৃথিবীর সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের একত্রিত করার অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই অপেক্ষা করার এইটিই হচ্ছে একমাত্র ব্যাখ্যা, আর কিছু নয়।

শ্লোক ৪৪

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়

কর্মাণ্যকর্তৃর্গ্ৰহণায় পুংসাম্ ।

নম্বন্যথা কোহহঁতি দেহযোগং

পরো গুণানামুত কর্মতত্ত্বম্ ॥ ৪৪ ॥

অজস্য—জন্মহীন; জন্ম—আবির্ভাব; উৎপথ-নাশনায়—দুর্ভাগ্যদের বিনাশ করার জন্য; কর্ম্মাণি—কর্ম; অকর্তৃঃ—যার কোন কিছু করণীয় নেই; গ্রহণায়—গ্রহণ করার জন্য; পুংসাম্—সমস্ত মানুষদের; ননু অন্যথা—তা না হলে; কঃ—কে; অহিতি—যোগ্য হতে পারে; দেহ-যোগম্—দেহের সম্বন্ধ; পরঃ—অতীত; গুণানাম্—প্রকৃতির তিন গুণের; উত—কি বলার আছে; কর্ম-তত্ত্বম্—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম।

অনুবাদ

ভগবান গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)—ভগবানের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাঁর তথাকথিত জন্ম কেবল তাঁর আবির্ভাব মাত্র, ঠিক যেমন পূর্বদিগন্তে সূর্যের উদয় হতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃতির প্রভাবে এবং পূর্বকৃত কর্মের বন্ধনের ফলে জন্মগ্রহণ করে, তাঁর জন্ম ঠিক সেই রকম নয়। তাঁর কার্যকলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লীলাবিলাস এবং কোন অবস্থাতেই তা জড়া প্রকৃতির কর্মফলের অধীন নয়। ভগবদ্গীতায় (৪/১৪) বলা হয়েছে—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥

জীবসমূহের জন্য ভগবান যে কর্মের বিধি রচনা করেছেন, তা কখনও ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, এবং সাধারণ জীবের মতো কার্যকলাপের দ্বারা নিজের উৎকর্ষসাধনের কোন বাসনাও তাঁর নেই। সাধারণ মানুষ তাদের বদ্ধ জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু ভগবান সর্ব অবস্থাতেই যৈশ্বর্যপূর্ণ, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সমগ্র সম্পদ, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য বর্তমান। তাই তিনি কেন উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা করবেন? কোনও প্রকার ঐশ্বর্যের মাধ্যমে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং তাই তাঁর পক্ষে উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা নিতান্তই নিরর্থক। ভগবানের কার্যকলাপ এবং সাধারণ জীবের কার্যকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সর্বদা বিচারপূর্বক বিবেচনা করা উচিত। তার ফলে ভগবানের অপ্রাকৃত পদমর্যাদা সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায়। কেউ যখন ভগবানের দিব্য স্তর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে পারে, তখন সে ভগবানের ভক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার পূর্বকৃত সমস্ত কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) বলা হয়েছে, কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্—ভগবান তাঁর ভক্তের পূর্বকৃত কর্মের সমস্ত ফল হয় হ্রাস করেন, নয়তো সম্পূর্ণরূপে মোচন করে দেন।

সমস্ত জীবের উচিত ভগবানের কার্যকলাপ অঙ্গীকার করে তা আশ্বাদন করা। তাঁর লীলাবিলাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করানো। ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করেন, এবং তাই ভুক্তিকামী ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষেরা ভক্তদের রক্ষাকর্তারূপে দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সকাম কর্মীরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে, তেমনি মুক্তিকামীরাও তাদের জীবনের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে ভগবৎ সেবার মাধ্যমে। ভক্তরা কখনও তাঁদের সকাম কর্মফলের বাসনা করেন না, অথবা কোনও প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তাঁরা ভগবানের গিরিগোবর্ধনধারণ, শৈশবে পুতনাবধ আদি মহিমাশ্রিত অলৌকিক কার্যকলাপ আশ্বাদন করেন। তিনি তাঁর লীলাবিলাস করেন কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকল প্রকার মানুষদেরই আকর্ষণ করার জন্য। যেহেতু তিনি সমস্ত কর্মের নিয়মের অতীত, তাই তাঁর পক্ষে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো মায়ার কোন রূপ পরিগ্রহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের গৌণ কারণ হচ্ছে দুষ্কৃতকারী অসুরদের সংহার করা এবং মূর্খ মানুষদের অর্থহীন নাস্তিক্যবাদ প্রচার বন্ধ করা। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর হাতে নিহত অসুরেরা মুক্তিলাভ করে। ভগবানের অর্থপূর্ণ আবির্ভাব সর্ব অবস্থাতেই সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে ভিন্ন। যখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরও জড় দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে অবতরণ করেন, তিনিও নিশ্চয়ই জড় দেহের দ্বারা সীমিত নন।

শ্লোক ৪৫

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানা-

মবস্থিতানামনুশাসনে স্বে ।

অর্থায় জাতস্য যদুযুজস্য

বার্তাং সখে কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্য—তঁার; প্রপন্ন—শরণাগত; অখিল-লোক শানাম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শাসকবর্গ; অবস্থিতানাং—অবস্থিত; অনুশাসনে—শাসনাধীন; স্বে—তাঁদের নিজেদের; অর্থায়—উদ্দেশ্যে; জাতস্য—যাঁর জন্ম হয়েছে; যদুষু—যদুবংশে; অজস্য—জন্মরহিতের; বার্তাম্—বিষয়; সখে—হে সখা; কীর্তয়—দয়া করে বর্ণনা কর; তীর্থকীর্তেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের, যাঁর মহিমা সমস্ত তীর্থস্থানে কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

হে সখে! তাই দয়া করে সেই ভগবানের মহিমা কীর্তন কর, যাঁর মহিমা তীর্থস্থানসমূহে কীর্তিত হয়। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শরণাগত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনন্য ভক্ত যদুদের বংশে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিভিন্ন গ্রহলোকে অসংখ্য শাসক রয়েছেন, যেমন—সূর্যগ্রহে সূর্যদেব, চন্দ্রলোকে চন্দ্রদেব, স্বর্গলোকে ইন্দ্র, তাছাড়া বায়ু, বরুণ এবং এমনকি ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মালোকেও। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনুগত ভূত্য। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন শাসনকার্যে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন সেখানকার শাসকরা ভগবানকে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

প্রত্যেক যুগে, যখন অনুগত শাসকদের কোন রকম অসুবিধা হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের জন্যও তিনি অবতরণ করেন। শরণাগত শাসকবর্গ ও শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই ঐকান্তিকভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন, এবং তাঁরা কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। তাই ভগবান সর্বদাই তাঁদের প্রতি যত্নশীল।

তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা, এবং তাই ভগবান তীর্থকীর্তি নামে পরিচিত। তীর্থস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করা। এমনকি আজও, সময়ের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন, মথুরা ও বৃন্দাবন, যেখানে আমাদের থাকবার

সুযোগ রয়েছে, সেখানে মানুষ ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে সর্বক্ষণ কোন না কোনভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে। এই প্রকার তীর্থস্থানের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, সেখানে আপনা থেকেই ভগবানের দিব্য মহিমা স্মরণ হয়। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ, লীলা ও পরিকর সব কিছুই ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে ভগবান স্বয়ং প্রকটিত হন। যে কোন সময়ে অথবা যে কোন স্থানে, যখন শুদ্ধ ভক্তরা সমবেত হয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, ভগবান নিঃসন্দেহে তখন সেখানে বিরাজ করেন। ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা যেখানে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি সর্বদাই সেখানে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ‘বিদুরের প্রশ্ন’ নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য ।